নিউইয়র্ক

কারমেন এবং মাদার্স ডে

ïi“‡Z wekvm Ki‡Z Kó nv”Qj †h Kvi‡gb wmgm‡bi gv| KviY †Pnviv, P‡ji is †Kvb wKQ‡ZB wgj †bB Zv‡`i| wKš hLb c‡iv NUbvwU ïbjvg ZLb g‡b n‡jv Kvi‡gb h_v_B wmgm‡bi gv...

আমার সঙ্গে একই স্টোরে কাজ করতো বাইশ-তেইশ বছরের এক যুবক। নাম সিমসন।

হঠাৎ সেদিন লক্ষ্য করলাম একজন বয়স্ক মহিলার সঙ্গে সে অনেকক্ষণ কথা বলছে। কাস্টমারদের এ্যাটেন করাও আমাদের জব, অতএব বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু সে অনেক সময় নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলছিলো, সাধারণত কোনো জটিলতার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে থাকে, সে রকম একটা কিছু আন্দাজ করে তার সাহায্যার্থে আমি এগিয়ে যাই। আমাকে দেখা মাত্রই সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঐ বয়স্ক মহিলাটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল,

- আমার মা। মিস্ কারমেন।

আমি হাত বাড়িয়ে মিস্ কারমেনের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করলাম। কুশল বিনিময় এবং কিছু বাক্য বিনিময়ের পর সে চলে গেল। দেখলাম, সিমসন তার পথের দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর নিজের মনেই বলে উঠলো, মাম্ সপ্তাহে প্রায় তিন-চারবার টেলিফোন করে আমার খবর নিতো। গতকাল আমার একটু কফ্ আর জ্বর জ্বর ভাব হয়েছিল, তাই মাম আমাকে দেখতে এসেছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম-

- সে এখন কোথায় গেল?

- আমি তো সুস্থই আছি! সে এখন বাড়ি চলে যাবে।

- বাড়ি কোথায়?

- আপ স্টেটে। এখান থেকে বাসে দুই-তিন ঘণ্টার জার্নি।

আমি তাকে বোকার মতো একটা প্রশ্ন করে বসলাম-

- সে তোমার মা হলো কিভাবে?

সিমসন এবার একটু মনঃক্ষুণ্ন হলো, একটু ক্রুদ্ধস্বরেই বলে উঠলো-

- কেন? সে আমার মা হতে পারে না।

- তোমার গায়ের রঙ, আর চুলের রঙ, চেহারায়, দেহের গড়নে এমনকি আচরণে কোথাও কোনো কিছুর সঙ্গে তোমার মায়ের মিল নেই।

-তাতে কি? মা কালো আর বাবা সাদা হলে কি তাদের সন্তান বাবার মতো সাদা হতে পারে না?

- তা পারে-। কিন্তু মায়ের সঙ্গে সন্তানের বৈশিষ্ট্যগত মিল কোথাও না কোথাও, কিছু না কিছু, কোনো না কোনোভাবে থেকেই যায়। তোমার মায়ের সঙ্গে সে রকম কোনো মিল খুঁজে পেলাম না।

এবার সিমসন হাসতে শুরু করলো। এরপর বললো- তুমি ঠিকই ধরেছ, তোমার দৃষ্টি আর বোধশক্তি খুব প্রখর। আমার মায়ের সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই, তারপরও সে আমার মা, এই পৃথিবীতে আমার ঐ একজনই আপনজন।

কারো ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক না গলানোটাই নিয়ম ও ভদ্রতা এই ভেবে কৌতূহল দমন করে চুপ করে থাকলাম। কিন্তু সিমসনকেই যেন আজ কথায় পেল। সে নিজে থেকেই বলতে শুরু করলো-

আমার বাবা ছিলেন একজন গ্রিক, আর মা স্প্যানিশ। আমার জন্মের আগে থেকেই তাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের প্রবলেম ছিল। আমি জন্মাবার পর পরই ওদের ডিভোর্স হয়ে গেল। ডিভোর্সের পর মা আমাকে ফেলে রেখে চলে গেল, আর কোনোদিন ফিরে এল না- কিছুক্ষণের জন্য আমাকে দেখতেও আসতো না- আমি বাবার কাছে থেকে গেলাম।

কিছুদিন পর বাবা কারমেনকে বিয়ে করলো। মিস্ কারমেনের আগের স্বামীর দুটো ছেলে ছিল, তবু সে আমার টেককেয়ার করতো। কিছুদিন পরে মিস্ কারমেনের সঙ্গে আমার বাবার বনিবনা হলো না আবার ডিভোর্স হলো। বাবা আমাকে ফেলে রেখে কোথায় যে চলে গেল আর কোনোদিন ফিরে এল না। বাবা-মা সবাই আমাকে ফেলে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু মিস্ কারমেন আমাকে ফেলে দিল না। এই বিশাল পৃথিবীতে আমার একটাই

মক্কা

মনে পড়ে...

আমার শৈশব-কৈশোর আর জীবনের প্রথম পাঠ কুমিল্লা। একটা সময় কুমিল্লায় ছিলো প্রচুর ব্যস্ততা। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাসে সহপাঠীদের সঙ্গে ছাত্র রাজনীতি, নেশার সাংবাদিকতা, সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, খেলাঘর, আত্মীয় বাড়ি, ঈদ, নববর্ষ, মেলা, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি, নিউমার্কেট, শহিদ আর্ট... কতো ব্যস্ততা।

মা আর বাবাকে তো বিকালে চা তৈরি করে না দিয়ে বের হওয়া যেত না। কারণ আমার হাতের চা ছিল তাদের প্রিয় পানীয়।

আর বিকালে নিউ মার্কেটের শহিদ আর্ট যেখানে না গেলে মনে হতো দিনটা অপরিপূর্ণ। যেখানে ছিল কুমিল্লার সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মীদের আড্ডা।

তখন জীবন ছিলো আনন্দে ভরপুর। হঠাৎ করেই একদিন মৌলবাদী জামায়াত-শিবির আক্রমণ করে আমাকে, ঢাকার একটি সাপ্তাহিকে তাদের রিপোর্ট প্রকাশের জের ধরে।

আর শুধু আক্রমণই নয়, ওরা মধ্যযুগীয় কায়দায় আমাকে চাইনিজ কুড়াল দিয়ে মাথায় ও বুকে কুপিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে। যার ফলে দীর্ঘ প্রায় এক মাস আমি চিকিৎসাধীন ছিলাম।

আমার এই আক্রমণের প্রতিবাদে কুমিল্লায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

সেই ঘটনার পর আমার সমস্ত পিছুটান ফেলে চলে এলাম মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা মহানগরীতে। আসছে ১৬ মে আমার এই প্রবাস জীবনের এক যুগ পূর্ণ হবে।

মক্কায় একটা শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্বের ব্যস্ততার কারণে দিন কেটে যায়। কিন্তু কোনো কিছুতেই যেন প্রাণ নেই। এখানে অনেক কিছুই ভালো কিন্তু কেমন যেন কৃত্রিমতায় ভরা।

নিজেকে কখনো কখনো ভীষণ একা মনে হয়। স্বদেশের কথা ভীষণ, ভীষণভাবে মনে পড়ে। অনেক সময় ভাবি দেশে থাকলে জীবনটা অন্য রকম হতো, নেশার সাংবাদিকতা পেশা হিসেবে বেছে নিতাম আর সাহস, সততা, সহৃদয়তা দিয়ে মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করতাম।

জিয়াউদ্দিন মাহ্মুদ মিঠু
মক্কা, কেএসএ

পরিচয় একটাই ঠিকানা- মিস্ কারমেন, আমার মা।

- আর তোমার বায়োলজিক্যাল ফাদার মাদার?

- ওরা কে, কোথায় থাকে, কেমন আছে কিছুই জানি না।

- তোমার বাবা মার ছবি দেখেছ কখনো?

- না-। মিস্ কারমেনের কাছে বাবার ছবি থাকতে পারে কিন্তু আমি কোনোদিন তা দেখতে চাইনি।

- আচ্ছা তোমার কখনো মনে হয় না- তোমার নিজের অজান্তেই তোমার বায়োলজিক্যাল মাদার অথবা ফাদারের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে?

এবার সে বিরক্ত হয়ে বলল- তুমি বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই প্রশ্ন করছো।

ভয়ে ভয়ে নরম সুরে আবার প্রশ্ন করলাম- -সত্যিই তাদের জন্য তোমার কোনো ফিলিংস হয় না?

সিমসন খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলো। তারপর এক বুক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল- মাঝে মাঝে মনে হয় একই সূর্য, একই বিশাল নীল আকাশের নিচে, তবু কেন তারা আমার কথা কোনোদিন জানতে চায়নি?

কারমেনের মতো মায়েরা যেন সব যুগের সব মায়েদের হার মানিয়ে দিয়েছে। যেসব মায়ের মর্যাদা পৃথিবীর সকল মর্যাদাকে, অনুভূতি ও মূল্যকে ছাড়িয়ে গেছে তাদের জন্য শুধু মাদার্স ডে অতি তুচ্ছ। চাই পূজার বেদী, মহাসমাবেশ, মহাসমারোহে উদযাপনের উদ্যোগ।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ সিমসনের সম্বোধনে বাস্তব জগতে ফিরে এলাম। সে বলল-

- একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম, বলা হয়নি!

- কি বলতে চেয়েছিলে, বল?

- আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে হবে।

- কেন?

আসছে মাদারস ডে'তে মাকে একটা এয়ারকন্ডিশন গিফট্ করতে চাই। গত সামারে দেখেছিলাম তার এয়ারকন্ডিশনটা ভালো কাজ করে না। আমি এক মাসের মধ্যেই তোমার টাকা শোধ করে দেব। একটা অবিশ্বাস্য কৌতূহল তখনো আমার মধ্যে কাজ করছিলো, সুযোগ পেয়ে একটা শর্ত জুড়ে দিয়ে বললাম

- দিতে পারি এক শর্তে, যদি তুমি আমাকে তোমাদের বাড়িতে ভিজিট করতে নিয়ে যাও!

সে হেসে বলল- আচ্ছা মাম্‌কে বলবো।

সুফিয়া খন্দকার
32-48, 30th st., #A2 Astoria
Ny-11106, U.S.A

টোকিও

দূতাবাসে স্বাধীনতা দিবস

৩৫তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

২৬ মার্চ সকাল ১০টার সময় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা করা হয়। টোকিওস্থ দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত এম সিরাজুল ইসলাম দূতাবাস ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রবাসীদের উপস্থিতিতে উত্তোলন করেন। এ সময় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। পতাকা উত্তোলন শেষে প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখা, বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা

`Zvevm fe‡b RvZxq cZvKv D‡Ëvjb

^bk‡fv‡R AvgvšZ AvZv_‡`i Af¨_bv

করা হয়। প্রার্থনা শেষে মহান বিজয় দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনান দূতাবাসের তিনজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তারপর শুরু হয় আলোচনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মান্যবর রাষ্ট্রদূত। আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান দূতাবাসের মিনিস্টার মাহবুবউজ্জামান, ইকোনোমিক মিনিস্টার আব্দুল কাদের, ইউনুস, রহমান, শেখ ওয়াজির আহমেদ, রাহমান মণি, রেজাউল করীম এবং রাষ্ট্রদূত। বক্তাগণ স্বাধীনতার সুফল সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে, দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গকারী শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের দ্বিতীয় দিন ছিল কূটনীতিকদের সম্মানে হোটেল Okura-তে (পাঁচতারকা) টোকিওস্থ দূতাবাস কর্তৃক নৈশভোজের আয়োজন। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক সদস্যবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাপানিজ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, পার্লামেন্ট সদস্য, দূতাবাসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ, বিশিষ্ট আইনজীবীগণ এবং আমন্ত্রিত প্রবাসী বাংলাদেশীরা উপস্থিতি ছিলেন। রাষ্ট্রদূত এম সিরাজুল ইসলাম সস্ত্রীক আমন্ত্রিত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান এবং কুশল বিনিময় করেন।

অনেক বছর পর বাংলাদেশ দূতাবাস এমন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাদের উপস্থিতি জানিয়ে দিল। জাপানের প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ Mr. Fukuda এবং জাপান-বাংলাদেশ পার্লামেন্টারিয়ান বোর্ডের চেয়ারম্যান Mr. Shin Sakurai সহ মোট ১২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন মিডিয়া সাংবাদিক ছাড়াও Actv (AccessTV) প্রোডিউসার অনুষ্ঠান প্রচার করার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে বিনিয়োগ এবং পর্যটন শিল্পে আকৃষ্ট করতে মূলত এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নৈশভোজ শেষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দূতাবাসের মাধ্যমে আমন্ত্রিত অতিথিদের উপহার দেয়া হয়। উপহার সামগ্রির মধ্যে ছিল গ্রামীণ চেকের বাংলাদেশী পোশাক, রপ্তানিযোগ্য চা এবং পর্যটন আকৃষ্ট করার জন্য পর্যটন ম্যাপ।

তবে প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন সংগঠন প্রধান এবং আরো প্রতিনিধি উপস্থিত রাখতে পারলে অনুষ্ঠানের জৌলুস আরো ভালো হতো বলে মনে হয়েছে।

Rahman Moni, Kirigaoka 1-6-3-312, Kita-Ku, Tokyo 115-0054

সুইডেন

এইসব দিনরাত্রি

১. বেশ কিছুদিন আগের কথা। উদ্ভ্রান্তের মতো হাতে হাজার তিনেক টাকা নিয়ে রাজধানীতে এসেছি। শীর্ণদেহ আর উস্কোখুস্কো চুল সঙ্গে নিয়ে রাজধানীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে গেছি একটা কাজের জন্য। চলার জন্য একটা কাজ দরকার। চাচার বাসায় থাকি। মামুন ভাই আমার চাচাতো ভাই। ইংরেজি পত্রিকায় কাজ করেন। একদিন রাতে হঠাৎ করেই জিজ্ঞাসা করলেন পত্রিকায় কাজ করবো কি না রিপোর্টার হিসেবে। বেতন পাঁচ হাজার টাকা। দশটা পাঁচশ টাকার নোট। এ তো আমার কাছে এক লাফে চে গুয়েভারা বনে যাবার প্রস্তাব। আনন্দে চোখে জল এসে গিয়েছিল বোধহয়। খুলনা থেকে হুট করে চলে আসা সেই ছেলেটি হয়ে উঠলাম রীতিমতো অনুসন্ধিৎসু গোয়েন্দা। মামুন ভাই আমার পেশাগত জীবনের প্রথম গুরু, পথনির্দেশক; যার কাছ থেকে শিখেছি অনেক কিছু। বড্ড আনন্দময় ছিল সে জীবন। রাজধানীর ব্যাস আর ব্যাসার্ধজুড়ে ছুটেছিলাম আমি খবর সংগ্রহের আশায়।

২. আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকের সেই সুন্দরী তরুণী তো বলেই বসলেন এতো কম টাকা নিয়ে ইউরোপে যাবেন? বিভ্রান্তিকর একটা হাসি দিলাম। ব্যাংকক এয়ারপোর্টে যখন বিশাল আকৃতির এই জ্যাম্বো জেটটা ল্যান্ড করতে যাচ্ছে, তখন ওখানে সন্ধ্যা। তারপরও চোখ ছুঁয়ে দেখলাম রূপসী ব্যাংককে আকাশ থেকে। ওখানে ইমিগ্রেশনেই এক সুন্দর মতো চশমাপরা ছেলে প্রায় চিৎকার দিয়ে বললো, 'তুই নটরডেমের না? সালেহ?' খুব অবাক হয়ে চাইলাম। এ তরুণ তো দেখছি পাস্ট টেনসের চাইতেও পুরনো কথা বলছে। আবার আমার সেই অহেতুক হাসি। এখন দলে আমরা চারজন, একই দেশে যাচ্ছি, একই ইনস্টিটিউটে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সাবজেক্টে।

৩. আরলান্ড এয়ারপোর্টে যখন পৌঁছলাম তখন ভোর সাড়ে ছয়টা। বাইরে আদুরে সোনাঝরা রোদ। 'এই সেই স্টকহোম, যার কথা এতো শুনেছি।' খুব সম্ভবত আমরা যে ইনস্টিটিউটে যাচ্ছি সেটাকে এ দেশের মানুষ অল্পবিস্তর চেনে। ইমিগ্রেশন অফিসারের স্বাগত জানানোর ভঙ্গিতে আপাতত তাই মনে হলো। এ প্লাস বি হোল স্কয়ারের এই ফরমুলাটা কিন্তু সানির ক্ষেত্রে ঘটেনি। ঘটনাটি না হয় পরে বলবো।

৪. দিন যাচ্ছে আর আমার টাকা ফুরোচ্ছে। খাওয়া-দাওয়াও কমিয়ে দিয়েছি; যদি খরচ কিছুটা কমে এই ক্ষীণ আশায়। প্রথম রোজগার করলাম মালপত্র টানাটানি করে। যার বাসার মালপত্র টানলাম ওনার নাম মামুন ভাই। একজন আপাদমস্তক ভদ্র মানুষ। কাজ করিয়ে প্রাপ্য অর্থের চাইতেও বেশি দিলেন। আজও মনে আছে ঐ টাকাগুলো আমার কতোটুকু কাজে লেগেছিল। যাই হোক, ঘড়ির কাঁটা এগোচ্ছে, আমার টাকা (আসলে সুইডিশ ক্রোনার) ফুরোচ্ছে। কাজ খুঁজছি। বলা চলে কাজ প্রার্থনা করছি। এ দেশের ভাষা তো জানি না, একমাত্র ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের (আসলে বাংলাদেশী মালিকের রেস্টুরেন্ট) কঠিন আর কঠোর কালো কাজই (Black Job) একমাত্র সম্বল। তাও সাহস নিয়ে খুঁজছি।

ঘটনাচক্রে একটা রেস্টুরেন্টে হাঁড়ি-বাসন ধোয়ার কাজ পেলাম। এবং আবার মামুন ভাইকে। মামুন ভাই এখানকার চিফ শেফ। একজন অচেনা মানুষ আরেকজন অচেনা মানুষকে পরোক্ষভাবে ভালোবাসতে পারে, তা মামুন ভাইকে দেখেই বুঝেছি। বলা চলে, মামুন ভাই স্টকহোমে আমার অঘোষিত অভিভাবক। দেশ থেকে আসার প্রায় চার মাস পর মামুন ভাইয়ের বাসাতেই সকালে পরোটা আর আলু ভাজি খেতে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম।

৫. আমার কোর্সওয়ার্ক প্রায় শেষ। ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকরা কোনো এক অজ্ঞাত কারণে অল্পবিস্তর নাম জানে। এখানে বন্ধুদের পরিধি আর ব্যাপ্তিও খুব কম নয়। উইক এন্ডে এখনো মামুন ভাইর কাজ শিখছি। মামুন ভাই মাঝেমধ্যেই আমার পড়ালেখার কথা জিজ্ঞাসা করেন। ক্লাসমেটদের কথা জানতে চান।

'মামুন ভাইকে বলেছিস, তোর যে হাওয়াই যেতে টাকা লাগবে সে কথা?' সানির কথায় সম্বিৎ ফিরে পেলাম। তখন আমি বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে এক কম্পিউটারের স্ক্রিণে বাংলা অক্ষরে লেখা খবর পড়ার নিশ্ছিদ্র চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

উৎসুক ভরা ঝাপসা চোখে বাইরে তাকাতেই দেখলাম তুষারে ছেয়ে আছে এই অনিন্দ্যসৌন্দর্যের শহর স্টকহোমের গভীর রাত।

সালেহ
রয়েল ইনস্টিটিউট অব টেক
সুইডেন
iym2021@yours.com

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ
ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর
দেশ প্রবাসের নবীন প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।
দুটি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা। বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।
যোগাযোগ
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029
191 02 sollentuna, Sweden
Tel & Fax : +46-8-6231439
E-mail : delwar.h@spray.se
ঢাকা ব্যুরো
৩/৩-বি, পুরানা পল্টন (২য় তলা)
সোলেমান কোর্ট, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৫৩৪০, ৮১৫৫২৭১, ফ্যাক্স : ৯১৪০২২৫

প্যারিস

বলিভিয়ার স্মৃতি

আমরা ক'জন ছিলাম শান্তাক্রুজে। আনন্দেই কাটতো আমাদের দিন। যখন সন্ধ্যা হতো আমরা সবাই চলে যেতাম সেনট্রো পার্কে। সেখানে বলিভিয়ান বান্ধবীদের মাঝে গাইতাম বাংলা গান। বলিভিয়ানরা এটা ভীষণ উপভোগ করতো। জানতে চাইতো কোথায় আমাদের বাড়ি। কোন দেশ থেকে এসেছি আমরা। সাইবার ক্যাফের তিন বান্ধবী ছিল নাতালিয়া, কারলা, মেরিলা, ওদের সঙ্গে খুব মজা করতাম, দুষ্টুমি করতাম। সেই মজার দিনগুলো এখনও মনে পড়ে। মনে হয় বলিভিয়ার আনন্দ আর কোথাও পাব না। কেননা সুর ছিল, গান ছিল, ছিল ভালোবাসা...। আমাদের বাসাটা সবাই চিনতো। কারণ আমরা বাংলা নাটক করতাম, গান করতাম... এখানকার পত্রিকায় আমরা বাংলা প্রোগ্রামের বিজ্ঞাপন দিতাম।
ল্যাটিন আমেরিকার এই দেশটির কথা আমরা কখনোই ভুলবো না। আমি এখন প্যারিসে কিন্তু মন পড়ে আছে বলিভিয়ায়।

Mahbubur Rahman (mobu)
mahbubmd.hazim<, mahbub-828@hot.mail.com.